গাংনী শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী পালিত

গাংনী উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

দিবস পালন উপলক্ষে সকাল সাড়ে পৌণে ১১ টার সময় উপজেলা পরিষদ চত্তরের স্থাপিত শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুস্পার্ঘ অর্পণ করা হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী থানার তদন্ত অফিসার মনোজিৎ কুমার নন্দী, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন, বিশিষ্ট সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম, গাংনী পৌর সভার মেয়র আহম্মেদ আলী, গাংনী উপজেলা পরিষদের ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনের প্রতিনিধি মনিরুজ্জামান আতুসহ অন্যান্যরা। পুস্পার্ঘ প্রদান শেষে শেখ কামালের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোওয়া ও মোনাজাত করা হয়।

পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম।

শহিদ শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী মেহেরপুরে নানা

আয়োজন

আজ শুক্রবার(৫ আগস্ট)সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ পুত্র, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামালের ৭৩তম জন্মবার্ষিকী ।

১৯৪৯ সালের এই দিনে তিনি তদানীন্তন গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ক্রীড়া সংগঠক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাতে মাত্র ২৬ বছর বয়সে জাতির পিতার হত্যাকারী মানবতার ঘৃণ্য শত্রুদের নির্মম-নিষ্ঠুর বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেন।

এ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ অঙ্গ সংগঠণ, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠণ ও সকাল সাড়ে ৯ টার সময় মেহেরপুর জেলা প্রশাসন চত্ত্বরে প্রতিষ্ঠিত শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে জেলা প্রশাসক ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মেহেরপুর জেলা শাখার তরফ থেকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি শ্রদ্ধা নিবেদন ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছেন।

দিনটি উপলক্ষে জেলা প্রশাসন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগ ও তার সহযোগী সংগঠনগুলো বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

সকাল সাড়ে ৯ টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসন শহিদ শেখ কামালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছে জেলা প্রশাসক, পুলিশ বিভাগ, আওয়ামী লীগ। সেখানে দোয়া মোনাজাত করা হয়। সকাল ১০ টার সময় তার জীবনি উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

এছাড়া বিভিন্ন ক্রীড়া ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন যথাযথ মর্যাদায় দিবসটি পালন করতে নানাবিধ কর্মসূচি পালন করবে।

শহিদ শেখ কামাল বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একজন নিবেদিত, সংগ্রামী, আদর্শবাদী কর্মী হিসেবে ’৬৯-র গণঅভ্যুত্থান ও ’৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরোচিত ভূমিকা পালন করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক

স্মৃতিবিজড়িত ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের বাসভবন আক্রান্ত হওয়ার আগ মুহূর্তে বাড়ি থেকে বের হয়ে তিনি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ওয়ার কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তিবাহিনীতে কমিশন্ড লাভ করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এম এ জি ওসমানীর এডিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

স্বাধীনতার পর শেখ কামাল সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি নিয়ে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য ছিলেন।

বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী তারুণ্যের দীপ্ত প্রতীক শহিদ শেখ কামাল শাহীন স্কুল থেকে মাধ্যমিক ও ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে বিএ অনার্স পাস করেন।

শেখ কামাল বাংলাদেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনের অন্যতম উৎসমুখ ‘ছায়ানট’-এর সেতার বাদন বিভাগের ছাত্র ছিলেন। স্বাধীনতা উত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কর্মসূচির পাশাপাশি সমাজের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নে সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণে থিয়েটার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তিনি প্রথমসারির সংগঠক ছিলেন। বন্ধু শিল্পীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন ‘স্পন্দন শিল্পী গোষ্ঠী’।

শেখ কামাল ছিলেন ঢাকা থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। অভিনয় শিল্পী হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শৈশব থেকে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবলসহ বিভিন্ন খেলাধুলায় প্রচণ্ড উৎসাহ ছিল তার। তিনি উপমহাদেশের অন্যতম সেরা ক্রীড়া সংগঠন, বাংলাদেশে আধুনিক ফুটবলের প্রবর্তক আবাহনী ক্রীড়াচক্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

শেখ কামাল দেশে নান্দনিক ফুটবল ও ক্রিকেটসহ অন্যান্য দেশীয় খেলার মানোন্নয়নে অক্লান্ত শ্রম দিয়ে অপরিসীম অবদান রেখেছিলেন। নতুন নতুন খেলোয়াড় সৃষ্টির লক্ষে প্রশিক্ষণ শিবির গড়ে তুলতেন এবং তাদের সঙ্গে নিয়মিত অনুশীলন করতেন। ১৯৭৫ সালের ১৪ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ব্লু’ খেতাবপ্রাপ্ত দেশবরেণ্য অ্যাথলেট সুলতানা খুকুর সঙ্গে তার বিয়ে হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শাহাদাত বরণের সময় তিনি ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এমএ শেষ পর্বের পরীক্ষার্থী ছিলেন এবং বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের অঙ্গ-সংগঠন জাতীয় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন।

ভোলায় স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা নিহতের ঘটনায় মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশ

ভোলায় পুলিশে গুলিতে নিহত স্বেচ্চাসেবক দলের নেতা আব্দুর রহিম ও অর্ধশতাধিক নেতা কর্মী আহত হওয়ার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপির উদ্যেগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে বড় বাজার এলাকায় জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির সহ সভাপতি ওমর ফারুক লিটনের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সহ সভাপতি আলমগীর খান ছাতু। এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি নাহিদ মাহাবুব সানি।

জেলা যুবদলের অন্যতম সদস্য মনিরুল ইসলাম মনির সঞ্চালনায় সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন,জেলা আইনজীবি সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. নজরুল ইসলাম, বিএনপি নেতা মকলেছুর রহমান ছেপু, আব্দুল করিম (মেগা), জেলা যুবদলের সহ সাধারণ সম্পাদক শেখ হুজাইফা ডিক্লিয়ার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলাল, যুবদল নেতা ইসমাইল, সদস্য খাইরুল, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, জেলা নবীন দলের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার শেখ সহ জেলার বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য,বিদ্যুতের লোডশেডিং ও জ্বালানি খাতে অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে ভোলায় বিক্ষোভ সমাবেশে বিএনপির সঙ্গে পুলিশের

সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসময় গুলিবিদ্ধ হয়ে আবদুর রহিম নামে এক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা নিহত হন।

মেহেরপুরে বিএনপির গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত

ভোলায় পুলিশ-বিএনপি সংঘর্ষে নিহত স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা আবদুর রহিমের গায়েবানা জানাজা মেহেরপুর জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনের সড়কে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (১ আগস্ট) বেলা এগারোটার দিকে এই জানাজা হয়।

জানাজায় বিএনপি, অংগ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন। তারা নিহত আব্দুর রহিমের রুহের মাগফিরাত কামান করে দোয়া ও মোনাজাত করেন।

জানাজা পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহিম।।

জানাজায় অংশ নেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, ইলিয়াছ হোসেন, আব্দুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জুলফিকার আলী ভূট্টো, সাংগাঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল হক সেন্টুসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা বলেন, বিদ্যুতের দাবিতে কর্মসূচি ছিল শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ। বিএনপির এই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে ফ্যাসিবাদী সরকারের পুলিশ দিয়ে গুলিবর্ষণ করেছে। গুলি করে বিএনপি নেতা কর্মীদের হত্যা করে আমাদের আন্দোলনকে দমন করতে চায়। এটা প্রমাণিত হয়েছে এই দেশের মানুষ এই ফ্যাসিবাদী সরকারের দমননীতিকে ভয় করেনা। দেশ ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য জীবন দিয়ে হলেও দেশ রক্ষা করবে বিএনপি নেতা

কর্মীরা।

তারা বলেন, আব্দুর রহিমের রক্তকে বৃথা যাবেনা। এই শোককে শক্তিতে রুপান্তরিত করে দেশ ও গণতন্ত্র রক্ষার আন্দোলনকে আরো বেগবান করা হবে।

নতুন তেলবাহী কন্টেইনার ছাড়া ১১ দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাবে- অনিন্দ্য ইসলাম অমিত

খুলনা বিভাগীয় বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, দ্রুততম সময়ের মধ্যে নতুন কোনো জ্বালানি তেলবাহী কন্টেইনার চট্টগ্রাম পয়েন্টে যদি না আসে তাহলে আগামী ১১ দিন পরেই বাংলাদেশের সকল যানবাহন চলাচল ও সকল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাবে।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পরে এই বাংলাদেশের অর্থনীতি যখন সুশৃংখল তখন এই শহর অঞ্চলে গড়ে ৪ ঘন্টা ও গ্রাম অঞ্চলে ১৬ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকছে না।

কিছুদিন পূর্বেই হাতির ঝিলে শত কোটি টাকা ব্যয় করে শতভাগ বিদ্যুৎ সংযোগের উৎসব পালন করা হলো, কিন্তু আজ কয়েক মাসের ব্যবধানে এই রকম বিদ্যুৎবিহীন অবস্থা।

শনিবার বিকালের দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে সারা দেশে বিদ্যুতের লোডশেডিং ও জ্বালানি খাতে অব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র বিক্ষোভ সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি এ কথা বলেন।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিতে বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশকে জ্বালানি খাত, প্রাকৃতিক ও

ভূগর্ভস্থ সম্পদের উপর নির্ভর না করে আমদানিকৃত জ্বালানি খাতের উপর নির্ভর করা হয়েছে।

আজ থেকে পাঁচ বছর পূর্বেও এদেশের অধিকাংশ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভূগর্ভস্থ গ্যাস দ্বারা পরিচালিত হতো। কিন্তু এই অবৈধ সরকার বিদেশী রাষ্ট্রকে খুশি করার জন্য এবং তাদের দলীয় নেতাকর্মীদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়ার জন্য আস্তে আস্তে আমাদের এই জ্বালানি খাতকে আমদানি নির্ভর করে ফেলেছে।

এছাড়াও এসময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন, জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু, ইলিয়াস হোসেন, আব্দুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ বক্তব্য রাখেন।

পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, মাহাবুবুর রহমান মাহবুব, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক প্রমুখ।

জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন ছাতুর নেতৃত্বে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে সমাবেশে যোগ দেয়। এসময় যুবদল নেতা মনিরুল ইসলাম মনি, ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিক্ষোভ সমাবেশে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের সকল নেতাকর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

তিনটি হত্যাসহ একাধিক মামলার

আসামী কৃষকলীগের সভাপতি। সমালোচনার ঝড়

তিনটি হত্যা, হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত, চুরিসহ একাধিক মামলার আসামী আতিয়ার রহমান গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। আর সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় এলাকায় আবারও শুরু হয়েছে আতংক।

তবে, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক ও জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন বললেন তার বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা ষড়যন্ত্রমুলক।

দীর্ঘ ৫ বছর পর গত ২৯ জুলাই শুক্রবার বিকেলে গাংনী পাইলট হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ চত্বরে সম্মেলন শেষে রাতে কমিটি গঠণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। রাত ৮ টা থেকে শুরু হয়ে রাত ২ টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলে। ৩৫০ জন কাউন্সিলর ভোট প্রদান করেন।

কাউন্সিলে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কৃষকলীগের নেতৃবৃন্দ ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি, সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকসহ আওয়ামীলীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের উপস্থিত ছিলেন।
কমিটিতে আতিয়ার রহমানকে সভাপতি ও মশিউর রহমান পলাশকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে।

আতিয়ার রহমান গাংনী উপজেলার লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামের সাইফুল ইসলাম ওরফে সইফুদ্দীনের ছেলে।
গাংনী থানা সূত্রে জানা গেছে, আতিয়ার রহমানের নামে ১৪৩/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩২৬-৪/৩০৭/৩০২/৫০৬/১১৪/৩৪ দন্ডবিধিতে গাংনী থানার মামলা নং ৯. তারিখ ৯/১১/২০২১ ইং।
গাংনী থানার মামলা নং ৩৪. তারিখ ৩০/০৭/২০১৭ ইং, দন্ডবিধি ১৪৩/৩৪১/৩২৬/৩০২/
গাংনী থানার মামলা নং ১৬, তারিখ ১২/০৬/২০১৭ইং ধারা ১৪৩/৩২৩/৩২৬/৩০৭/৩৭১/৫০৬/১১৪ দন্ডবিধি।
মেহেরপুর সদর থানার মামলা নং ৯, তারিখ ৬/১০/২০১০ ইং, ধারা ৩৭৯/৪১১ দন্ডবিধি।

স্থানীয় মেম্বর ও লক্ষিনারায়নপুর ধলা গ্রামের টুটুল মেম্বর

জানান, আতিয়ার নওপাড় গ্রামের ওমর আলীকে হত্যা প্রচেষ্টা চালায়। সে মামলার নং জিআর ১২/৯০। মামলায় ৭ বছর কারাদন্ড হয়। ২০০৩ সালের কাথুলি ইউনিয়নের সংরক্ষিত নারী সদস্য আলেয়া খাতুনকে প্রকাশ্যে দিবালোকে মাথায় কিরচি দিয়ে মারে। বর্তমানে আলেয়া মেম্বর পঙ্গু জীবন যাপন করছে। সে মামলায় ১ নং আসামী। ৯১ সালে ধলা গ্রামের নজিবুরকে পেটে ফলা দিয়ে ভুড়ি বের করে দেয়। ২০১৭ সালে বর্তমান মেম্বর টুটুলের বাড়িতে হামলা দলবল নিয়ে চলায় আতিয়ার ও তার লোকজন। এঘটনায় আতিয়ারকে ১ নং আসামীকে করে একটি মামলা হয়। মামলা নং ১৮৭/১৭ ইং। ২০১৭ সালের ২৯ জুলাই এনামুল হক নইলুকে হত্যা করে। হত্যা মামলার ১ নং আসামী। মামলা নং সেসন ১৬৯/১৮ ইং। ২০১১ সালের ৮ নভেম্বর সকালে দুই সহোদর জাহারুল ও সাহারুল ইসলাকে প্রকাশ্যে দিবালোকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। মামলায় ১ নং আসমী সে। ধলার বিল নিয়ে আতিয়ারের সাথে বিরোধের জের ধরে ২০০০ সালে সাইদুল হোসেন খুন হন। সাম্প্রতিক সময়ে জোড়া খুন মামলায় কারাবন্দী থেকে জামিনে মুক্ত হন তিনি।

সরকার দলীয় কয়েকজন নেতা ও কৃষকলীগের নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, একাধিক হত্যা, চুরিসহ বেশ কয়েকটি মামলার প্রধান আসামী আতিয়ার। এসব হত্যা মামলায় সে বারবার জেল খেটেছেন। এধরনের মানুষকে সভাপতি দেওয়া ঠিক হয়নি। আতিয়ারকে সভাপতি করাই দলের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। তাকে সভাপতির পদে দাঁড়াতে দেওয়াই ঠিক হয়নি।

গাংনী সরকারী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুর রশিদ বলেন, হত্যা মামলার আসামী ও ও জেল খাটা আসামী যদি একটা রাজনৈতিক দলের সহযোগী সংগঠণের সভাপতি হয় এর চেয়ে খারাপ কিছু হতে পারেনা। ভবিষ্যাতে এর খারাপ ফল রাজনীতিবিদদেরই ভোগ করতে হবে।

মেহেরপুর জেলা সুজনের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ জাকির হোসেন বলেন, রাজনীতিতে ফ্রেস এবং নির্ভেজাল মানুষকে নেতৃত্ব দেওয়া উচিৎ। হত্যা মামলার একজন আসামীকে রাজনৈতিকভাবেই বেমানান দেখাবে। তাকে মানা না মানা নিয়ে রাজনৈতিক দলের মধ্যেই কথা উঠবে। এছাড়া ভবিষ্যতে রাজনৈতিক বিশৃংখলা দেখা দেবে।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, কৃষকলীগের আলাদা গঠনতন্ত্র রয়েছে। গঠণতন্ত্র মোতাবেক কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতাদের উপস্থিতিতে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

হয়েছে। ৩৫০ জন কাউন্সিলরের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে আতিয়ার রহমান সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে। হত্যাসহ ৮ মামলার আসামি কিভাবে কৃষকলীগের সভাপতি হলেন? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আতিয়ারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এসকল মামলা করা হয়েছে।

জেলা কৃষক লীগের সাধরণ সম্পাদক ওয়াসিম সজ্জাদ লিখনও অভিন্ন সুরে বলেন,আতিয়ারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মামলার আসামি হয়েছেন। কাউন্সিলদের প্রত্যক্ষ ভোটে তাকে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন।

বন্যার্ত অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানো নৈতিক দায়ীত্ব—জাভেদ মাসদ মিল্টন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেছেন, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ বন্যা মানুষকে নি:স্ব করে ফেলেছে। এই সময় অসহায় মানুষের পাশে দাড়ানো নৈতিক দায়ীত্ব। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া তার খোঁজ না নিয়ে বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমান সরকার বন্যার্তদের পাশে না দাড়িয়ে বিএনপির ত্রাণ কার্যক্রম নিয়ে উপহাস করে যাচ্ছেন। অথচ, হাহাকার করছেন সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থানের বন্যা পীড়িত মানুষ জন।

সারা দেশের বিএনপি নেতা কর্মীদের যার যতটুকু সামর্থ আছে তাই নিয়ে আজ তাদের পাশে দাড়িয়েছেন। বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যা পীড়িত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ত্রাণ সংগ্রহ অনুষ্ঠাণে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীন বিএনপি নেতা আব্দুল হালিম।

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনিপির ইউনিয়ন বিএনপির ইউনিট প্রধানরা প্রধান অতিথি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের হাতে স্থানীয় বিএনপিরনেতা

কর্মীদের নিকট থেকে সংগ্রহীত ত্রাণের ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা তুলে দেন।

গাংনী পৌর বিএনপির সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার উপস্থাপনায় এসময় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল আওয়াল, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাংগাঠনিক সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইসচেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো, জেলা বিএনপির সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, জেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক আব্দুস সাত্তার, গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ও বিএনপি নেতা ইনসারুল হক ইনসু ষোলটাকা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা মনিরুল ইসলাম মনি, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌরসভার কাউন্সিলর ও বিএনপি নেতা আতিয়ার রহমান. মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হামিদুল হক, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নওশাদ আলী, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, গাংনী উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আব্দুল মালেক চপল বিশ্বাস, সদস্য সচিব জাহিদুল হক জাহিদ, পৌর যুবদলের আহবায়ক সাবেক কাউন্সিলর সাইদুল ইসলাম, সদস্য সচিব সাবেক কাউন্সিলর এনামুল হক, উপজেলা স্বেচ্চাসেবক দলের আহবায়ক শহিদুল ইসলাম, সদস্য সচিব হারুন উর রশিদ বাচ্ছু, পৌর স্বেচ্চাসেবক দলের আহবায়ক ইনামুল হক, সদস্য সচিব জামাল উদ্দীন, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক বিপ্লব হোসেন, সদস্য সচিব রিপন হোসেন, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক জুয়েল আহম্মেদ, সদস্য সচিব শাকিল আহম্মেদ প্রমুখ।

এসময় উপজেলা, পৌর বিএনপি’র নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন ইউনিয়ন বিএনপির কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্দেশনামতে বন্যার্তদের পাশে দাড়াতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির বিভিন্ন ইউনিট থেকে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা উত্তেলন করা হয়েছে।

মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপি ৩০ হাজার, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপি ৩০ মটমুড়া ৩০ হাজার টাকাসহ গাংনী পৌরসভা ও ৭টি ইউনিয়ন থেকে ২০ হাজার টাকা করে ত্রাণ তহবিলে জমা দেন।

প্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছে জয়বাংলা সাইবার টিমের কার্যক্রম

জয়বাংলা সাইবার টিমের প্রতিটি সদস্যই হবে প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব সাংবাদিক। দেশের প্রতিটি উন্নয়ন, সমস্যা, সম্ভাবনা, ইতিহাস, ঐতিহ্য, মহান স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, গৌরবগাঁথা ইতিহাস সব কিছুর প্রতিচ্ছবি তুলে আনবে জয়বাংলা সাইবার টিমের সদস্যরা।

তথ্য প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারের মেগা প্রকল্পগুলোর উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি দেশের আনাচে কানাচের ছোট ছোট উন্নয়ন চিত্রগুলোও মানুষের নজরে আনবে।এলাকার রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট, মসজিদ মন্দীর, গীর্জার উন্নয়ন, স্কুল কলেজ, মাদ্রাসার নতুন নতুন বিল্ডিং, গেট, বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন, দলের নেতা কর্মীদের মানবিক কাজের চিত্রগুলো তুলে আনবে তারা।

উন্নয়ন চিত্রের পাশাপাশি দেশের অসহায় সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কথাগুলো তুলে ধরে তাদের মুখে হাসি ফোঁটাতে কাজ করবে এই জয়বাংলা সাইবার টিমের সদস্য।

সরকার বিরোধী সাইবার সন্ত্রাস রুখতে এবং সাইবার অপরাধীদের প্রতিরোধ ও তাদের সনাক্ত করেও আইনের আওতায় আনবে এই টিমটি।

সাইবার টিমের স্বপ্নদ্রষ্টা মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। করোণাকালিন সময়ে বিশ্ব যখন অর্থনৈতিকভাবে থমকে গিয়েছিল। তখনও মানবতার নেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল রেখেছিলেন। অতিমারি পরিস্থিতিতেও অধিক সময় মানবিক কাজ করেছেন মাননীয় প্রধান মন্ত্রী ও তার সরকার। বাংলাদেশের অর্থনীতি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় অবস্থানে ছিল। দেশের মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে কাজ করেছেন তিনি।

তারপরেও দেশ এবং বিদেশে বসে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী এক শ্রেনীর অপশক্তি অনলাইন ও অফলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহার করে আওয়ামীলীগ ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে সঙ্গবদ্ধভাবে পরিকল্পিত উপায়ে ধারাবাহিক অপপ্রচার চালিয়েছে। সরকারের সব অর্জন ম্লান করতে এসব প্লাটফর্ম ব্যবহার করেছে ওই অপশক্তিরা। তাই এদের রুখে দেওয়া এখন সময়ের দাবী। আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে অনলাইনে সুদূঢ় সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্গ গড়ে তুলতে হবে। গড়ে তুলতে হবে শক্তিশালী জয়বাংলা সাইবার টিম। সাইবার টিমের সদস্যদের সামাজিক প্লাটফর্ম ব্যবহারের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে যোগ্য করে তুলতে হবে।

তিনি বলেন, আমি ইতোমধ্যে আমার সংসদীয় এলাকার তরুণ সমাজকে নিয়ে জয় বাংলা সাইবার টিম গড়ে তুলেছি। আমার ব্যক্তিগত অ্যাম্বসেডর সবুজ আহম্মেদের নেতৃত্বে ১০০ জন তরুণ ছেলে এই সাইবার টিমের সদস্য হিসেবে রয়েছে। যারা সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নচিত্র মানুষের সামনে প্রতিনিয়ত তুলে ধরছে। বিষয়টি এখন আর শুধু আমার এলাকায় নয়, এটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নজরে এসেছে।

গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২১ সালে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির এক সভায় বিষয়টি উত্থাপন হয়েছে। প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সভাপতি ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।

ওই মিটিং থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে দেশের প্রতিটি সংসদীয় এলাকায় সংসদ সদস্যের তত্বাবধানে সাইবার টিমে সম আদর্শের ১০০ জন তরুণ সদস্য থাকবে।সাইবার টিমের সদস্যরা সকলের সমন্বয়ে ফেইসবুক, ইউটিউব, হোয়াটসআপ, প্লাটফর্মে গ্রুপ ভিত্তিক কাজ করবে। আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন ও আগামীর ভিশন সম্পর্কে জনসাধারণকে বারংবার অবগতকরণ এবং দেশ বিরোধী অপশক্তির অপপ্রচার রোধ ও মোকাবিলা করতে শক্তিশালী টিম হিসেবে কাজ করবে সাইবার টিম।

এজন্য বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার প্রকাশনা সম্পাদক ড. আব্দুস সোবহান গোলাপ এমপি একটি পত্র দিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্যদের। সেখানে বলা হয়েছে নির্বাচনী এলাকার ১০০ জন শিক্ষিত, মার্জিত, গ্রহণযোগ্য, রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী আদর্শের এবং কর্মঠ অনলাইন কর্মীর তালিকা, মোবাইল ও ইমেইল নম্বরসহ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ের ঠিকানা প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটি বরাবর পাঠানোর জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ

করেছেন।

মেহেরপুরে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত

মেহেরপুরে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এর ৩য় তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির প্রধান কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য সচিব সুমন পারভেজের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জেলা জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক আব্দুল হাদী।

পৌর জাতীয় পার্টির সদস্য সচিব হামিদুল ইসলামের সার্বিক পরিচালনায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জাতীয় পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মর্তুজা আলম বুলবুল, প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন, পৌর জাতীয় পার্টির আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান।

এ সময় নেতৃবৃন্দ বলেন, হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের আদর্শ অনুযায়ী তারা কাজ করছেন আগামীতেও কাজ করে যাবেন।

এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি খিলাফত আলী, সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মিঠু আহম্মেদ,জেলা জাতীয় পার্টির সদস্য নজরুল ইসলাম, আনছারুল ইসলাম ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পরে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের আত্মার মাফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত শেষে উপস্থিত

মুসল্লিদের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে গার্ড অব অনার প্রদান ছাড়া মুক্তিযোদ্ধার মরদেহ দাফন !

মেহেরপুরে গার্ড অব অনার ছাড়া দাফন করা হলো বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ সাঈদ আহমেদের মরদেহ।

আজ বুধবার দুপুর ২টার সময় মেহেরপুর শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে জানাযা শেষে পৌর কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। শেখ সাঈদ আহমেদ মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি ছিলেন। এ ঘটনায় মুক্তিযোদ্ধা ও বিএনপির মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। আগামীকাল বিএনপির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন বলেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শেখ সাঈদ আহমেদের দাফনের পূর্বে গার্ড অব অনার পাওয়া উচিত ছিলো। গার্ড অব অনার প্রদানের জন্য পুলিশের একটি দলও সেখানে এসেছিলো। কিন্তু জেলা বা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ম্যাজিষ্ট্রেট না পাঠানোয় গার্ড অব অনার প্রদান ছাড়াই দাফন করা হয়েছে। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। এ বিষয়ে প্রতিবাদের অংশ হিসেবে আগামীকাল সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে।

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন (অব.) আব্দুল মালেক বলেন, মেহেরপুরে ১১৮ জন মুক্তিযোদ্ধার ভাতা স্থগিত করা হয়েছে। তার মধ্যে শেখ সাঈদও আছেন। কিন্তু তিনি এখনো বাতিল হননি। যেহেতু বাতিল করা হয়নি সে হিসেবে তাঁর গার্ড অব অনার প্রাপ্য ছিলো। জেলা বা উপজেলা প্রশাসন এটা না করলে দায়ভার তাদের নিতে হবে।

সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার আবুল কাশেম বলেন, যাচাই বাছাই তালিকায় শেখ সাঈদ ‘গ’ তালিকায় ছিলেন। যেহেতু বাতিল করা

হয়নি, সে হিসেবে তাকে গার্ড অব প্রদান করা উচিত ছিলো।

সম্প্রতি গাংনী উপজেলার ধর্মচাকী গ্রামে ভাতা স্থগিত তালিকার মধ্যে থাকা বীর মুক্তিযোদ্ধা এলাহি বিশু মারা গিয়েছেন। তাকেও গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছেন গাংনীর সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার মুনতাজ আলী।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি মেছবাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, গার্ড অব অনার প্রদানের জন্য পুলিশ পাঠানো হয়েছিলো। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ না আসায় পুলিশ বেশ কিছুক্ষণ অপক্ষোয় থেকে পরে গার্ড অব অনার প্রদান না করে চলে এসেছে।

তবে, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে পৃথকভাবে একাধিক ফোন করলেও তাঁরা ফোন রিসিভ করেননি।
জানা গেছে, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ সাঈদ আহমেদ (৬৫) অসুস্থ জনিত কারণে বুধবার ভোরে শহরের স্টেডিয়াম পাড়াস্থ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, দুই মেয়ে, রাজনৈতিক সহচার্জ, বন্ধু বান্ধব ও অসংখ্য গুণাগ্রাহী রেখে গেছেন।

শেখ সাঈদ আহমেদের স্ত্রী রোমানা খাতুন মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও বর্তমানে মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের উপদেষ্টা।